শারিয়া - আল্লার আইন? - ৩

তালাক পর্ব

তালাকঃ- তালাক (শব্দটা উচ্চারণ বা অন্য যে কোন ভাবে তিনবার একসাথে বা আলাদাভাবে প্রকাশ করা, এ সাইটের "হিলা বিবাহ"-একাংকিকায় আইনগুলো কিছুটা দেয়া আছে), লেয়ান (প্রমাণ করতে পারুক বা না-ই পারুক স্ত্রীর ওপরে ব্যভিচারের অপবাদ আনলেই বিয়ে ভেঙ্গে যায়), এই দুই পদ্ধতিতে স্বামী এক মিনিটেই বিয়ে বাতিল করতে পারে। আর যিহার (স্ত্রীর শরীরের কোন অংশের সাথে স্বামী তার মায়ের শরীরের ওই অংশের তুলনা করলে বিয়ে ভেঙ্গে যায়- আরব বেদুঈনদের প্রাচীন সংস্কৃতি) এই তিন পদ্ধতিতে স্বামী এক তালাক দিতে পারে। শারিয়ায় তালাকের একচ্ছত্র অধিকার আছে শুধুমাত্র স্বামীর হাতে, স্ত্রীর হাতে নয়। পৃথিবীর কোন সংগঠন বা ব্যক্তির অধিকার নেই স্বামীকে তালাক থেকে বিরত রাখতে পারে বা তালাকের কারণ জিজ্ঞেস করতে পারে। লেয়ান আর যিহার আজকাল আর দেখা যায় না কিন্তু তাৎক্ষণিক তালাকের বজ্র স্ত্রীদের মাথায় নেমে আসে মুসলিম সমাজে। আরও লক্ষনীয় যে দাসী-স্ত্রীদের বেলায় তিনবারে নয়, তালাক হয়ে যায় দু'বারেই। এবং তালাকের পরে সাধারণ স্ত্রীরা তিন এবং দাসী-স্ত্রীরা দুই ইদ্দতের পরে বিয়ে করতে পারে।

লক্ষনীয় যে শারিয়া আইনে মাদক বা মদের ঘোরে, অত্যাচারের চাপে, রাসায়নিকের প্রভাবে, হাসিঠাট্টার ছলে বা চাপের মুখে তালাক উচ্চারণ করলেও তাৎক্ষণিক ভাবে তালাক পুরো হয়ে যায়। কারণ, স্বামী নাকি বিভিন্ন সম্ভাবনার মধ্যে "সর্বশ্রেষ্ঠ" সিদ্ধান্ত নেয় তালাক দেবার, যে অধিকার তাকে নাকি আল্লা-ই দিয়েছেন। বিশ্বাস হচ্ছে না? হবে। হতেই হবে যদি অন্ধকুপের বন্ধবোধের নিদারুন গোঁয়াড় না হয় কেউ কেননা শারিয়া বইগুলোতে পরিষ্কার ওগুলোই আছে। খুলে দেখুন বাংলা কোরাণ মুহিউদ্দিন খান-পৃষ্ঠা ১২৮, মওলানা আশরাফ আলী থানভি'র "বেহেশ্তি জেওর" - পৃষ্ঠা ২৫৩, হানাফি আইন হেদায়া পৃষ্ঠা ৭৫ ইত্যাদি। আর আইনের ভাষাটার জন্য এক লক্ষ বার জোড়হাতে মাপ চেয়ে নিচ্ছি। ভাষাটা বড়ই শুষ্কং কাষ্ঠং, মনে হয় মুখের মধ্যে কটাস কটাস করে নুড়ি-কাঁকর চিবোচ্ছি। আপনাদের কষ্ট হবে কিন্তু আমার কথাটা একবার চিন্তা করুন! চিরকাল মাসুদ রাণা-হুমায়ুন আহমেদ-মিজান রহমান আর শরৎচন্দ্রের বাক্যামৃত খেয়ে অভ্যেস, এখন শত শত পৃষ্ঠা এই শুকনো পাথর চিবোতে হচ্ছে। তবু যদি আপনাদের বিবেকের দরজায় ঠিকমত একটু করাঘাত করতে পারি তাহলে মনে করব আমার মাতৃদুধের ঋণ কিছুটা শোধ হল, তাহলে মরার পরেও আমার শুকনো ঠোঁটে মৃদু এক চিলতে তৃপ্তির হাসি লেগে থাকবে। এবারে আইনের উদ্ধৃতিঃ-।

"যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে-"তুমি তালাকপ্রাপ্তা", বা "তালাক (পদ্ধতি) দ্বারা তোমাকে তালাক দেওয়া হইল" এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকে কিংবা এক বা দুই তালাকের উদ্দেশ্য থাকে তাহা হইলে এক একটি তালাক জারী হইবে। এবং যদি তাহার তিন-তালাকের উদ্দেশ্য থাকে তবে সেই মোতাবেক তিন-তালাক জারী হইবে"। - হানাফি আইন - হেদায়া পৃঃ ১১২।

"স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা" বা "তালাক জারী হইল" এই ধরণের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিলে তিন তালাকের একবার ধরিতে হইবে, যদি না স্বামী মনে মনে দুই বা তিন তালাকের ইচ্ছা করে বা তিনবার পুনরাবৃত্তি করে"। - শাফি'ই আইন- উমদাত আল্ সালিক -পৃঃ ৫৫৯।

এইসব ভুতুড়ে আইন আল্লার আইন নামে আজও প্রয়োগ হয় আমাদের ফতোয়াবাজের গ্রাম্য সুপ্রীম কোর্টে আর মালয়েশিয়ার সরকারী হায়কোর্টে। এক মিনিটে পথে বসে আমাদের মা-বোন। হায়রে ইসলামী আইন!

খুলা বা খুল্ঃ- বিয়ের বন্ধন ছিন্ন করতে হলে স্ত্রীর পথ হল "খুলা" বা "খুল", যেটাতে বেচারা স্ত্রী স্বামীর মত নিজে থেকে হঠাৎ দিতে পারবে না, কাজীর কাছে গিয়ে লম্বা পদ্ধতি নিতে হবে। এবং কিছু নগদনারায়ণ (পয়সা কড়ি) বা সম্পত্তিও দিতে হবে। অর্থাৎ স্বাধীনতাটা তাকে কাজীর দোকান থেকে "কিনতে" হবে। এই হল জামাতের ইসলাম, এর বিরুদ্ধেই আমরা অটল প্রতিজ্ঞায় দাঁড়িয়েছি, জামাতের হাতে ক্ষমতা এলে এ অভিশপ্ত আইন ফিরে আসতে বাধ্য। বিখ্যাত মওলানা ওয়াহিদুদ্দিন বলছেন, - "কোন স্ত্রী তাহার বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে চাহিলে বিষয়টিকে অবশ্যই কোন ইসলামি বিশেষজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞদের কাছে উপস্থাপন করিতে হইবে। কারণ, পুরুষ অপেক্ষা নারীরা বেশী আবেগপ্রবণ .... ইহা উস্কানীর ফলে তড়িঘড়ি বা চিন্তাহীন তালাককে রোধ করে"। -ইসলামি শারিয়ায় নারী পৃঃ- ১০০।

আর টাকার মুল্যে "স্বাধীনতা" কেনা বলতে কি বোঝায়? আইন দেখুনঃ- "এই আইন স্ত্রীর নিজের সম্পত্তি হইতে স্বামীকে ক্ষতিপুরণ

দিবার পরিবর্তে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করাকে বুঝায়"।- হানাফি আইন-হেদায়া- পৃঃ ১১২। " মুক্তির মুল্যশোধ বলিতে স্ত্রীর তরফ হইতে স্বামীকে মুল্য দিয়া বন্ধনকে ছিন্ন করা বুঝায়" - শাফি'ই আইন- উমদাত আল্ সালিক -পৃঃ ৫৬২।

হল? হল তথাকথিত সাম্যের শারিয়া? এগুলো শুধু কেতাবি কথা নয়, এগুলো সত্যি সত্যিই মা-বোনের মাথায় বজ্রপাত হয়ে ফেটে পড়েছে যতদিন শারিয়া ছিল। প্রমান দেখুন ইসলামি খলিফার আমলে, যখন তুরস্ক ছিল খেলাফতের কেন্দ্র। বিস্তারিত ঘটনা দলিলবদ্ধ করা আছে সেই আমল থেকেই, ওগুলোকে বলে সিসিল-দলিল। উদ্ধৃতি দিচ্ছি গবেষণামুলক গ্রন্থ "ইসলামের ইতিহাসে নারী, পরিবার ও তালাক-আইন" - আমিরা আল্ আজহারী থেকে - পৃঃ ১১৮

১। "দুই পক্ষের সম্মতিতে বিবাহের চুক্তি সম্পাদিত হয়। .... কেবল স্বামীই তালাক দিতে পারে এবং শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই (যৌবনের অক্ষমতা, মানসিক রোগ, অর্থিক দুরাবস্থা ইত্যাদি) কোন স্ত্রী বিবাহ ছিন্ন করিবার দরখাস্ত করিতে পারে যাহাতে সে মোহর পরিত্যাগ করে অথবা মুক্তির আর্থিক মূল্যশোধ করে"।

২। প্রায়শঃই মোহর কুক্ষিগত করিবার জন্য স্বামী তাহার স্ত্রীকে (স্ত্রীর তরফ থেকে) তালাকের দরখাস্ত করিবার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। উদাহরণঃ- জুলাই ১৮০২ - ইস্তাম্বুলের হালিমা খাতুন আসিয়া দাবী করিল যে মোহর পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহার স্বামী আহমেদ তাহাকে খুলার জন্য চাপ দিতেছে। ....ইহাও স্পষ্ট যে তালাকের পর মোহর আদায় করা স্ত্রীদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ছিল"।

৩। "সতেরো ও আঠারো শতাব্দীতে প্রচুর খুলা হইত। খুলা পদ্ধতিতে স্ত্রীকে স্বামীর পক্ষ হইতে যে কোন প্রাপ্য, এমনকি স্ত্রীর নিজের ও সন্তানদের ভরণপোষণও (নাফাকা) পরিত্যাগ করিতে হইত। এই জন্য খুলার দলিলে এক অতিরিক্ত কাগজ সংযোজিত করা হয়। উহাতে সন্তানদের নাম, পিতার নাম ও সন্তানদের খরচের ব্যাপারে স্ত্রীর স্বীকৃতির কথা লিখা থাকে (হাদানা বা সন্তানের মালিকানা - বালক ৭ বছর ও বালিকা ৯ বছর পর্য্যন্ত)। ভিদিন অঞ্চলের হাওয়া খাতুন ১৭৮৩ সালে স্বামীকে খুলা-তালাক দেয়। তাহাকে মোহরের ৪০০০ অ্যাক্সেসের (তৎকালীন তুর্কী টাকা) অপরিশোধিত ১০০০ অ্যাক্সেস এবং ভরণপোষনের অর্থ পরিত্যাগ করিতে হয়"।

এই জামাত, এই শারিয়া চান আপনি?

ক্রমশঃ

সংযোজন - ৪ই জানুয়ারী।

এক পাঠক মেইল পাঠিয়েছেন এই বলে যে এ অধ্যায়টা অসম্পুর্ণ। হ্যাঁ, সেটা ঠিক। ইসলামের যে কোন বিষয় অনেক বড়, যেটুক পড়েছি সেটুকুরও সম্পুর্ণ বিবরণ দিতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে। আমার কাজ শুধু মোটা দাগে ইংগিত দিয়ে যাওয়া, আগ্রহী পাঠক বাকীটা নিজে দেখে নেবেন এই আমার উদ্দেশ্য। তবে পুরো সাইটে যা কিছু আমি দিচ্ছি তাতে যাতে ভুল না থাকে সে ব্যাপারে আমি সতর্ক। খুলার কয়েকটা আঙ্গিক আছে, নীচে দেয়া হল।

মুবারাহঃ- শারিরীক সংসর্গের আগে খুলা হলে তার নাম মুবারাহ।
মুবারাতঃ- এতে স্ত্রীকে কাজীর কাছে যেতে হয় না, স্ত্রীর চাইলে এবং স্বামী রাজী থাকলে কোন আর্থিক লেনদেন ছাড়াই বিয়ের বন্ধন ছিন্ন হতে পারে। স্বামীর রাজী হওয়াটা জরুরী।
তাফরিকঃ- শারীরিক অক্ষমতা, মানসিক অসুস্থতা, ভরণপোষন না দেয়া, অত্যাচার করা ইত্যাদি কারণ প্রমাণিত হলে স্বামীর অপত্তি সত্বেও কাজী বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারেন কোন আর্থিক লেনদেন ছাড়াই। এ ব্যাপারটা নির্ভর করে স্ত্রী উকিল-মোক্তার ও আদালতে কতদুর ও কতদিন দৌড়তে পারেন ও কাজীকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারেন তার ওপর।
সুলহ্ :- দেন-মোহরের মধ্যে স্বামীর যা প্রাপ্য তার কম পরিমাণে স্বামী রাজী হলে হয় সুলহ্।
ফিদিয়াঃ- দেন-মোহরের মধ্যে স্বামীর যা প্রাপ্য তার বেশী পরিমাণে স্ত্রী রাজী হলে হয় ফিদিয়া।

স্ত্রী খুলা দাবী করার পরে এবং সিদ্ধান্ত হবার আগে যদি মারা যায় তবে স্বামী এই তিনটের যেটাতে সবচেয়ে কম টাকা হবে যেটা পাবেঃ- খুলার জন্য যদি কোন পরিমাণ ইতিমধ্যেই ঠিক হয়ে থাকে, অথবা ব্যক্তিগত দেনা শোধ করার পর স্ত্রীর সম্পত্তির এক তৃতিয়াংশ, অথবা স্ত্রী থেকে তার উত্তরাধিকারের পরিমাণ। খুলা হবার পর স্বামী-স্ত্রী আবার বিয়ে করাতে কোন বাধা নেই। ওপরের বিধানগুলোর কোন কোনটাতে আমাদের চার আইনবিদ-ইমামদের মধ্যে সামান্য মতভেদ আছে।

বিখ্যাত ফতহুল বারী কেতাবে বিক্‌র্ বিন আবদুল্লাহ আল্ মুজনি নামে মাত্র একজন ইসলামি আইনবিদের উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি খুলা-প্রথার বিরোধী ছিলেন।

ধন্যবাদ।